নূর অপরাধ করলে বিচার করুন, হয়রানি নয় : ডা. জাফরুল্লাহ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) নুরুল হক নূর অন্যায় করলে তার বিচার করুন। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে ঘর থেকে বের হতে দেবেন না, এটা হয় না।

আজ বৃহস্পতিবার ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল মিলনায়তনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবীসহ অন্যান্যদের গ্রেফতার হয়রানি এবং সাবেব ভিপি নুরুল হক নূরের বিরুদ্ধে মামলা ও সমসাময়িক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, আমি খুব বেদনায় আছি যে, আমাদের ভিপি নূর, সে যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে তার বিচার হবে। তাই বলে হয়রানি করা যাবে না। তাকে আপনি বের হতে দেবেন না, এটা হয় না। জনগণকে বের হতে দিচ্ছেন না এজন্য দেশে নৈরাজ্য চলছে।

তিনি বলেন, ‘দুর্নীতি কোথায় নেই? শিক্ষা বিভাগের ডিজি (মহাপরিচালক) সাহেবও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, একটা ড্রাইভারও অভিযুক্ত। অপরদিকে, শিক্ষিত মানুষ, উপাচার্য মহোদয়, ওনার চাকরি হলো রংপুরে থাকেন ঢাকায়। এটা কি দুর্নীতি না? কেন তাদেরকে ঢাকায় থাকতে হবে? এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে আমাদের সামনে দুর্দিন আসছে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন বিষয়ে তিনি বলেন, এ আইনও হচ্ছে বিনা বিচারে শাস্তি প্রদানের শামিল। রাজনীতিবিদদের সহনশীল হতে হবে। আপনারা ক্রিটিসিজম সহ্য না করতে পারলে তো রাজনীতিবিদ হওয়া যাবে না

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পাপিয়া দম্পতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চায় রাষ্ট্রপক্ষ

ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে মতি সুমনের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

অস্ত্র আইনে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শুনানি শেষে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপক্ষ ও পাপিয়ার স্বামী মতি সুমনের পক্ষের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শেষ করেন এবং অপর আসামি পাপিয়ার বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় শুনানির জন্য ফের ২৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত।
আব্দুল্লাহ আবু বলেন, মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামিদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি, রায়ে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।

এ মামলায় গত ৮ সেপ্টেম্বর ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জনেরই সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। এর আগে ২৩ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পানি বিক্রি করে চীনের ধনীতম ব্যক্তি, পেছনে ফেললেন জ্যাক

মাকে

তাকে সবাই বলে ‘লোন উলফ’। অর্থাৎ একাকী নেকড়ে। আসল নাম ঝোং সানসান। স্রেফ বোতলভর্তি পানি আর ভ্যাকসিন বেচে তিনি হয়েছেন চীনের ধনীতম ব্যক্তি। তার সম্পত্তির পরিমাণ ৫৮৭০ কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকা। এর আগে যিনি চিনের ধনীতম ব্যক্তি ছিলেন, সেই জ্যাক মা-র তুলনায় তার সম্পত্তি ২০০ কোটি ডলার বেশি। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্স থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

ঝোং এখন এশিয়ার দ্বিতীয় ধনীতম ব্যক্তি। তার আগে আছেন কেবল ভারতের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানী। বিশ্বে ধনীতমদের তালিকায় ঝোং আছেন ১৭ নম্বরে। চার্লস কোচ ও ফিল রাইটসের মতো অতি ধনীদের পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন।

২০২০ সালে ঝোং-এর সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১৯০ কোটি ডলার। অ্যামাজন ডট কম ইনকর্পোরেটেডের মালিক জেফ বেজোস ও টেসলা ইনকর্পোরেটেডের ইলোন মাস্ক বাদে এবছর আর কারও সম্পত্তি এত বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। গত বুধবার অবশ্য অ্যামাজন আর টেসলা, দু’টি সংস্থারই শেয়ারের দর ব্যাপক কমেছে। ইলোন মাস্কের সম্পত্তির পরিমাণ কমেছে ১ হাজার কোটি ডলার।

ঝোং-এর বোতলভর্তি পানির কোম্পানির নাম নংফু স্প্রিং কর্পোরেশন। হংকং-এ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এই ব্র্যান্ডটি খুবই জনপ্রিয়। চলতি মাসের শুরুতে ঝোং চীনের তিন ধনীতম ব্যক্তির তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। গত এপ্রিলে চীনের ভ্যাকসিন নির্মাতা সংস্থা ওয়ানতাই বায়োলজিক্যাল ফার্মেসি এন্টারপ্রাইস কোম্পানি শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হয়। এর ফলে আগাস্টে ঝোং এর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ হাজার কোটি ডলার।

সাধারণত বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থার মালিকরা চীনে ধনীতমদের তালিকায় থাকেন। আলিবাবার মালিক জ্যাক মা গত ছ’বছর ধরে চীনের ধনীদের শীর্ষে ছিলেন। আপাতত ঝোং তাকে টপকে গিয়েছেন বটে কিন্তু সম্ভবত খুব শীঘ্র জ্যাক মা আগের অবস্থানে ফিরে যাবেন। পর্যবেক্ষকরা এমনই মনে করছেন।

গত বুধবার বিশ্ব জুড়ে প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর শেয়ারের দর কমেছে। সবচেয়ে কমেছে আমেরিকায়। সবচেয়ে বেশি কমেছে ইলোন মাস্কের

কোম্পানির শেয়ারের দাম। ব্লুমবার্গের ৫০০ জন ধনীতমের তালিকায় থাকা আর কোনও ব্যক্তির কোম্পানির শেয়ারের দর অত কমেনি। জেফ বেজোসের সম্পত্তির দাম কমেছে ৭১০ কোটি ডলার। এখন ইলোন মাস্কের সম্পত্তির পরিমাণ ৯৩২০ কোটি ডলার। জেফ বেজোসের সম্পত্তির পরিমাণ ১৭ হাজার ৮০০ কোটি ডলার।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তাকে হত্যা করে আগুনে পোড়াল উত্তর কোরিয়া!

দক্ষিণ কোরিয়ার একজন কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এতথ্য জানিয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানানো হয়। খবর আল-জাজিরার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সীমান্তের কাছে একটি টহল নৌকা থেকে তিনি নিখোঁজ হন। পরে তাকে উত্তর কোরিয়ার জলসীমায় পাওয়া যায়। উত্তর কোরিয়ার সেনারা তাকে গুলি করে তার মরদেহে তেল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ হত্যাকাণ্ডকে ‘নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড’ বলে এর নিন্দা জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়টি জানায়, উত্তর কোরিয়াকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, এ ঘটনার জন্য তাকে দায় নিতে হবে।

তবে দক্ষিণ কোরিয়ার এমন অভিযোগের এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি উত্তর কোরিয়া।

আমাকে জানোয়ারের মতো মেরেছে, ২৩ দিন না যেতেই বিচ্ছেদ পুনমের

দশ দিন আগে ঘটা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় বলিউডের বিতর্কিত পুনম পাণ্ডে বিয়ের খবর জানিয়ে স্বামী স্যাম বম্বের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন- আগামী সাতটা জন্ম তোমার সঙ্গে কাটাতে চাই। ১লা সেপ্টেম্বর বিয়ের পর্ব সেরেছিলেন তারা। যদিও সেই খবর প্রকাশ্যে আনেন ১০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু বিয়ের তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীর বিরুদ্ধেই যৌন নিগ্রহের অভিযোগ আনলেন বলিউডের বিতর্কিত এই নায়িকা। গোয়ায় হানিমুনে গিয়ে স্বামীর হাতে নির্যাতনের শিকার হন পুনম, অভিযোগ তার। যার ভিত্তিতে মঙ্গলবার গ্রেফতার হয়েছিল তার স্বামী স্যাম বম্বকে।

হানিমুনে ঠিক কী ঘটেছিল পুনমের সঙ্গে? গোটা ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ‘নশা’ খ্যাত এই নায়িকা। পুনম জানিয়েছেন স্যামের সঙ্গে তার সম্পর্কটা বরবারই হিংসায় ভরপুর থেকেছে। এবং বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে এটা ভেবেই নাকি তিনি দ্রুত বিয়ের পর্ব সেরে নেন। পুনমের ব্যাপারে নাকি মারাত্মক পজেসিভ স্যাম, এবং দ্রুতই নিজের মেজোজ হারায় সে। সেই কারণেই বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন পুনম।

টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুনম জানিয়েছেন- ‘স্যামের সঙ্গে আমার একটা কথা কাটাকাটি হয়, যা দ্রুতই মারাত্মক আকার নেয় এরপরই ও আমাকে মারতে শুরু করে। আমার গলা টিপে ধরে এবং আমার মনে হচ্ছিল আমার দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়ে যাবে। আমার মুখে ঘুসি মারে, চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়, এরপর আমার খাটের কোণায় আমার মাথা ঠুকে দেয়। এতেও থামেনি! আমার শরীরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে আমার উপর নির্যাতন চালায়’। পুনম যোগ করেন কোনও রকম ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচে তিনি। এরপর হোটেলকর্মীরা পুলিশকে ফোন করে, এবং পুলিশ এসে স্যামকে মাঝরাতে আটক করে। এই ঘটনা সোমবার মাঝরাতের।

পুনম বলেন, স্যাম আমাকে একপ্রকার জানোয়ারের মারধর করেছে, সেই কারণে ২৩ দিন না যেতেই বিয়ে ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি। ‘আমি তার কাছে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনাও করছি না। আমি মনে করি না এমন এক ব্যক্তির কাছে ফিরে আসা একটি স্মার্ট ধারণা, যে আপনাকে পশুর মতো মারধর করেছেন, পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। আমাদের সম্পর্ক বাঁচানোর জন্য, আমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। আমি আপত্তিজনক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার চেয়ে একা থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করি’, এক নাগাড়ে বললেন পুনম পাণ্ডে।

বুধবার গোয়ার এক আদালত জামিনে মুক্তি দেয় স্যাম বম্বেকে। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়েছেন স্যাম। দু-বছর ধরে স্যাম বম্বের সঙ্গে লিভ ইন রিলেশনশিপে ছিলেন পুনম পাণ্ডে। সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে বিয়ের এবং বাগদানের সব ছবি মুছে দিয়েছেন স্যাম বম্বে। যদিও বরের সঙ্গে বিয়ের ছবি এখনও জ্বলজ্বল করছে পুনমের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নওয়াজউদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের অভিযোগ আনলেন স্ত্রী

ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন আগেই করেছেন। এবার নওয়াজের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করলেন স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকি। জানা যাচ্ছে, নওয়াজের বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের ভারসোভা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তার স্ত্রী।

আলিয়া সিদ্দিকির আইনজীবী জানান, ‘আমার মক্কেল ভারসোভা থানায় ধর্ষণ, প্রতারণা এবং প্রতারণা করে বৈধ বিয়ে ও প্ররোচিত করে সহবাসের অভিযোগ এনেছেন। আশা করছি খুব শিগগিরই এফআইআর রেজিস্টার করা হবে।’

যদিও আলিয়া সিদ্দিকির এই লিখিত অভিযোগের বিষয়ে অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি কোনো মন্তব্য করেননি।

এর আগে, নওয়াজের ভাই শামসউদ্দিনের বিরুদ্ধেও শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন আলিয়া। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন নওয়াজের ভাই শামস। তার পাল্টা অভিযোগ ছিল, শুধু অর্থনৈতিকভাবে ফায়দা তোলার জন্য আলিয়া এটা করছেন।

আলিয়ার দাবি ছিল, ‘ম্যাজিক ইফ ফিল্মস এলএলপি নামে যে সংস্থা রয়েছে, তাতে নওয়াজ, শামস ছাড়াও আমি ২৫ শতাংশ অংশীদার। আমি যদি আমার কোম্পানি থেকে কোনো টাকা নেই, তাহলে সেটা কীভাবে শামসের টাকা হয়ে যেতে পারে? শামস তো নিজেই নওয়াজের টাকায় চলে। আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে টাকা চেয়েছি। উনি ওনার ম্যানেজারের মাধ্যম টাকা পাঠিয়েছেন। তারপর কীভাবে দাবি করতে পারেন, যে ওটা ওনার টাকা? আমি তো নওয়াজের স্ত্রী তাহলে কেন টাকা চাইতে হবে?’ যদিও এই মামলায় অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন এখনো পর্যন্ত প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

সম্প্রতি নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে ৩০ কোটি টাকা দাবি করেছেন তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকি। বিপুল অঙ্কের অর্থের পাশাপাশি মুম্বাইয়ের ইয়ারি রোডে ৪ বিএইচকে-র একটি ফ্ল্যাটও দাবি করেছেন আলিয়া।

বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় অভিনেতার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছেন তার স্ত্রী। তার অভিযোগ ছিল, তিনি যখন নওয়াজের সঙ্গে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন, তখন অভিনেতা আরও একজনের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। পাশাপাশি, নওয়াজ তার গায়ে হাত না তুললেও, যে ধরনের চিৎকার চেঁচামেচি করে অশান্তি করতেন, তা অসহ্য হয়ে যায়।

অভিনেতার মা, দাদার বিরুদ্ধেও হিংসার অভিযোগ করেন আলিয়া। নওয়াজের দাদা শামাস আলিয়ার গায়ে হাতও তোলেন বলে অভিযোগ করা হয়। এসব ছাড়াও আলিয়ার কথায় নওয়াজের কোনো বান্ধবী এলে, আলিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। তার সামনে দিয়েও নওয়াজের বান্ধবীরা তার ঘর ঢুকতেন।

সূত্র : জিনিউজ

থুথুর কারণে চার ম্যাচ নিষিদ্ধ ডি মারিয়া!

পুরো ম্যাচটি ছিল আক্রমণাত্মক। প্রথম থেকেই দু’দলের খেলোয়াড়দের মাঝে উত্তেজনা ছিল। আর ম্যাচের শেষ দিকে এক ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের ৫ ফুটবলার লাল কার্ড দেখেন। পুরো খেলায় লাল ও হলুদ মিলিয়ে ১৭টি কার্ড দেখাতে হয় রেফারিকে। ম্যাচটি পিএসজি ১-০ গোলে হারে।

চলতি মাসের মাঝামাঝিতে লিগ ওয়ানে মার্সেইর বিপক্ষে এমন উত্তেজনার ডার্বি ম্যাচে ডিফেন্ডার আলভারো গনসালের গায়ে থুথু মেরেছিলেন আনহেল ডি মারিয়া। এ বিষয়ে অভিযোগের পর চার ম্যাচ নিষিদ্ধ হলেন তিনি।

ডি মারিয়ার এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হবে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে। ফলে চলতি সপ্তাহে লিগের ম্যাচে রেঁসের বিপক্ষে খেলতে পারবেন তিনি। তবে পরবর্তী চার ম্যাচে যথাক্রমে অঁজে, নিম, দিজঁ ও নঁতের বিপক্ষে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। আগামী ৮ নভেম্বর রেঁনেসের বিপক্ষে ফিরতে পারবেন তিনি।

ডি মারিয়ার ঘটনাটি ঠিক তখনই ঘটেছিল যখন পিএসজি তারকা নেইমারও সেই গনসালেসের মাথার পেছনে হাত দিয়ে আঘাত করে লাল কার্ড দেখেছিলেন। তবে ডি মারিয়ার থুথু মারার ঘটনাটি সেদিন রেফারি বা ভিএআর সবকিছু থেকেই এড়িয়ে যায়।

কিন্তু ম্যাচের পরে মার্শেই কোচ অভিযোগ করেছিলেন বলেই তদন্ত শেষে গতকাল নিষিদ্ধ করা হয় এই মিডফিল্ডারকে। তবে ডি মারিয়ার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে থুথু মারার কথা উল্লেখ করেনি কর্তৃপক্ষ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

২০ হাজার দর্শক নিয়ে উয়েফা ফাইনালের আয়োজন, আতঙ্কে হাঙ্গেরি

করোনা মহামারির মধ্যেই হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল দিয়ে ইউরোপের ফুটবল অঙ্গনে ফিরছে দর্শক। বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় ২০ হাজার দর্শক মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে আয়োজক কমিটি উয়েফা।

তবে সুপার কাপে দর্শক প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত হাঙ্গেরিয়ানরা। দেশটিতে প্রতিদিনই সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি ঝুঁকির হবে বলে মনে করছেন দেশটির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক।

বৃহস্পতিবার হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ ও সেভিয়া।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ এই দুই আসরের শিরোপা জয়ীকে নিয়ে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় উয়েফা সুপার কাপ। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে হারিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে ট্রফি জিতে নেয় বায়ার্ন মিউনিখ। আর ইউরোপা লিগে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলে নেয় স্প্যানিশ সেভিয়া।

এদিকে, হাঙ্গেরিতে করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। দেশটিতে প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে ৬০০-এর বেশি মানুষ। তাই এই মুহূর্তে স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শক প্রবেশ করতে দিলে হাঙ্গেরিতে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

হাঙ্গেরির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক বলেন, করোনার কঠিন সময়ে সুপার কাপে স্টেডিয়ামে ২০ হাজার দর্শক অনুমতি দেওয়াটা ঠিক হয়নি। হাঙ্গেরির জন্য বিষয়টি বড় ধরনের ঝুঁকির। দর্শকের উপস্থিতিতে ম্যাচ আয়োজন, এর চেয়ে খারাপ সময় আর হতে পারে না। কারণ স্টেডিয়ামে দর্শক আলাদা করা সম্ভব নয়। গণপরিবহন, স্টেডিয়ামের প্রবেশপথ, আসন সব জায়গায় সংক্রমণ হওয়ার আশাঙ্কা থাকছে।

বিরোধীদলীয় এমপি ব্রবলি বলেন, করোনা মহামারিতে উয়েফার এমন পরীক্ষা হতাশার। নাগরিকরা করোনা নিয়ে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত। স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের অনুমতির বিরোধিতা করছি। আশা করছি উয়েফা বিষয়টি গুরুত্ব দেবে।

তবে করোনার এমন অবস্থায় নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে উয়েফা সরে আসে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ভালো নেই কুষ্টিয়ার অধিকাংশ শিল্পীরা

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করা জেলার নাম কুষ্টিয়া।

এ জেলায় বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহর তীর্থভূমি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত এই কুষ্টিয়া, বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, এ উপমহাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিণাথ, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা বাঘা যতিন, নীলকর আন্দোলনের পথিকৃৎ জমিদার প্যারী সুন্দরী, অবিভক্ত ভারতের প্রধান বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রাধা বিনোদ পালসহ অসংখ্য গুণীজনের পীঠস্থান হিসেবে কুষ্টিয়াকে করেছে বিখ্যাত ও আকর্ষণীয়। পর্যটকদের জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান এ জেলায় পর্যটকদের আগমন লেগেই থাকেই।

প্রাচীন ঐতিহ্য পদ্মা গড়াই বিধৌত কুষ্টিয়ার বিস্তীর্ণ জনপদজুড়ে এখন বাউলের একতারার সুর মূর্ছনার পরিবর্তে করোনার হানায় হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। করোনা যেন বদলে দিয়েছে লালনের শহরের আসল রূপ মাধুর্য।

সংশ্লিষ্টরা জানান, কুষ্টিয়ায় লালন, বাউল, পদ্মাপুরান, নসিমন, ভাসান গানের শিল্পীর সংখ্যা ২ হাজারেরও অধিক। যাদের অধিকাংশেরই

আয়ের উৎস সংস্কৃতি। কিন্তু করোনার কারণে সেই পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অধিকাংশ শিল্পীই মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ বিপর্যয় ভয়াবহ। অনেকে পেশা পরিবর্তন করে রিকশা, অটো এবং ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিল্পীদের এ পেশায় আর ধরে রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দিয়েছেন।

কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে করোনাকালীন প্রণোদনার জন্য ১ হাজার শিল্পীর তালিকা পাঠানো হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭৬ জন একেবারেই হতদরিদ্র। কিন্তু প্রণোদনার প্যাকেট মাত্র ১০০ জনের হাতে গেছে।

জানতে চাইলে কুষ্টিয়ার লালন একাডেমির এডহক কমিটির পরিচালক সেলিম হক বলেন, বাউলরা একমাত্র সংগীতের ওপরই নির্ভরশীল। তাদের দৈনন্দিন আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই পথে বসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রণোদনা পেলেও অধিকাংশই পায়নি। ফলে নিরুপায় হয়ে পেশা বদল করছে কেউ কেউ। কিন্তু অনেকের পুঁজি নেই বলে কোনো কাজও করতে পারছে না। এমনও অনেক শিল্পী আছে যারা এক বেলা খেতে পেলেও অন্য বেলায় উপোস করেই কাটাচ্ছে। এদের বাঁচিয়ে রাখতে প্রণোদনা অব্যাহত রাখার দাবি জানাচ্ছি।

বিশিষ্ট বাউল শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া বলেন, এখনো আমি গান গেয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছি। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা দিচ্ছেন। আর আমার ওষুধ কিনতেই লাগে ১৫ হাজার টাকা। ওষুধ কিনব নাকি খাব? এখন খুব কষ্টে দিন কাটছে। আমি শিল্পী, গান ছাড়া আমার আর কিছু নেই। আমি গান গেয়ে বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচতে দিন।

কুষ্টিয়া সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শাহিন সরকার বলেন, কুষ্টিয়ায় সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড ৭ মাস ধরে পুরোপুরিই বন্ধ থাকার ফলে যারা নাটক, নৃত্য, সংগীতের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ সরকারি প্রণোদনা পেয়েছে। কিন্তু ৫ হাজার টাকায় ৭ মাসের বোঝা টানা মুশকিল। অনন্যোপায় হয়ে কেউ কেউ পেশাও বদলে ফেলছে। যারা সংগীত পেশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা কি এ পেশায় আর ফিরবে? বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার।

কুষ্টিয়া নৃত্য রং একাডেমির পরিচালক মাহাবুব শাহরিয়া বাদল বলেন,

কুষ্টিয়ার স্থবির সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি এর শিল্পীদের অবস্থাও স্থবির এবং করুণ। অনেকে আছে পেশা বদল করছে, আবার অনেকে অন্য পেশায় যেতেও পারছে না। কারণ দীর্ঘদিনের এ পেশা ছাড়া তাদের কাছে অন্য কোনো অপশনও নেই। ফলে তারা যে মানবেতর জীবনযাপন করছে তা এক কথায় অবর্ণনীয়। এর থেকে তাদের উদ্ধার করা জরুরি। নইলে কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়বে।

পদ্মাপুরান গানের শিল্পী মিরাজুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন এলাকায় মনবাসনা পুরণ কিংবা সর্পদংশন থেকে মুক্তি পেতে এই পদ্মাপুরান গারেনর আসর বসানো হয়ে থাকে। কিন্তু করোনাকালীন কোন গানের আয়োজন না থাকায় আমরা বিপদে পড়েছি। অন্য কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাচ্ছি। বেশ কিছু দায়িক দেনায় রয়েছি বলেও জানান তিনি। তবে শিল্পী সমাজের মাঝে সরকারি প্রণোদনা ভাতা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা কোন এই পদ্মাপুরান এর সাথে সংশ্লিষ্টরা কোন ভাতা কিংবা সহযোগীতা পায়নি।

কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল অফিসার মো. সুজন রহমান বলেন, কুষ্টিয়ায় শিল্পীদের বিপর্যয় খুব ভয়াবহ। অনেকে পেশা হারিয়ে পথে বসেছেন। আমরা ঢাকায় ১ হাজার শিল্পীর তালিকা পাঠিয়েছিলাম। এদের মধ্যে হতদরিদ্র ২৭৬ জন। যাদের সহযোগিতা না হলেই নয়। অথচ মন্ত্রণালয় থেকে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে মাত্র ১০০ জনকে।

শিল্পীদের আত্মসম্মানবোধটা এতই বেশি যে লজ্জায় সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাতও পাততে পারেন না। তারা কাজ করেই টাকা নিতে চায়। অনেকে ঋণ সহায়তা পেলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারত।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহ্যবাহী পালা, নসিমন, গাজীর গান শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ধরে রেখেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের কোনোভাবেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। অনেকে মনোবল হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখনই এসব শিল্পীদের আর্থিক সহযোগিতা না দিলে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

ধানের দাম বেশি তাই বাড়ছে চালের দাম

ধানের দাম বাড়ার ফলে চালের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের ব্যবসায়ীরা।

এর আগে গত সপ্তাহে সব ধরনের চালের দাম মানভেদে কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়ে যায়। ধানের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কথা বলে চালের দাম বাড়িয়ে দেন মিল মালিকরা। তবে মিল মালিকরা বলছেন, ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ছে চালের দাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পৌর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ দশ দিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

মান্নান স্টোরের মালিক আব্দুল মান্নান জানান,কয়েকদিন হলো মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং
মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন ধরনের চাল কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা কম ছিলো। তবে কেন দাম বেড়েছে এর কোন কারন তিনি জানাতে পারেনি।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাপলা ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে যে চাল বিক্রি করেছি ৪৮ টাকা কেজি। সেই চাল এখন বিক্রি করছি ৫১ টাকা কেজি।

মোটা চাল বিক্রি হতো ৩৮-৪০ টাকায়। সেটি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪২-৪৩ টাকা কেজি হিসেবে। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ধানের দাম বেড়েছে দোহায় দিয়ে সুযোগসন্ধানী অটো মিল মালিকরা চালের দাম বাড়িয়েছে।

হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাশেদ ইসলাম বলেন, ‘আমার পরিবারে সপ্তাহে ১৫ কেজি চাল লাগে। চালের মূল্য বাড়ায় সপ্তাহে বাড়তি টাকাও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু আয় না বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

শুধু রাশেদই নয় অনেকেই জানান, চালের বাড়তি দামের কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে। চালের দাম না বাড়নোর আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন বলেন, বর্তমানে কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের চালের চাহিদা বেশি থাকায় ধানের বাজারও বেশি হয়। যার কারনে হিসাব মেলাতে গিয়ে বেশি দামে এ ধান কেনার ফলে চালের দামও একটু বেড়ে যায়।

নতুন ধান উঠলে আবার ধানের বাজার কমে যাবে। তখন অটোমেটিকভাবে চালের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মিলাররা কোন ঘোষণা ছাড়াই চালের দাম বাড়িয়েছে। তবে কেন বাড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা একটি টিম খাজানগর রাইচ মিল এলাকায় মিলারদের অবস্থা কি তা জানতে অভিযানে নামবো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এ,কে,এম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজারে ধানের আমদানী কম থাকায় বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যার ফলশ্রুতিতে চালের দামও বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে আবার নতুন ধান উঠলে চালের দাম কমে যাবে।